পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org

স্মারক : ৩৮/পাচজসম/১৫ — তারিখ: ২৯/০৪/২০১৩

৩০ জুলাই ২০১২ মাননীয় আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্ত অনুসরণে উক্ত সভায় গৃহীত ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধনের দাবীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির

স্মারকলিপি

বরাবরে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

মাধ্যমঃ ডেপুটি কমিশনার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

মহোদয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ৪র্থ ও ৫ম সভার সিদ্ধান্ত এবং ৩০ জুলাই ২০১২ আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তবলী উপেক্ষা করে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে অতি সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে একতরফা ও বিতর্কিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। ফলত: পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে নি:সন্দেহে আরেক জটিলতা সৃষ্টি করবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

Received
29/4/13
O. A. to D.C. Rangamati

উল্লেখ্য যে, আপনার নেতৃত্বে বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট ১৯ দফা সম্বলিত সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয়। তারপর মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে যৌথভাবে যাচাইবাছাই পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত আইনের ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে বিল আকারে গত ২০ জুন ২০১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। এরপর ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সংশোধনী প্রস্তাবাবলীর উপর মতামতের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পর পর দু' বার পাঠানো হলে তৎপ্রেক্ষিতে ২২ জানুয়ারি ২০১২ ও ২৮ মে ২০১২ অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম সভায় উক্ত ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং তদনুসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে যথাযথ মতামত ও সিদ্ধান্ত সহকারে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পুনরায় সংশোধিত আকারে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) বিল ২০১২' প্রস্তুত করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়। সর্বশেষ আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায়ও উক্ত ১৩-দফা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org

স্মারক :

তারিখ:

সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আরো উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে আইনটি সংশোধনের জন্য সংসদে উত্থাপন করা হবে মর্মে উপরোক্ত প্রত্যেক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে প্রত্যক্ষ করে আসছে যে, উক্ত সভাগুলোর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধনার্থে সংসদে বিল উত্থাপিত হয়নি। এমনকি আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৯ (নয়) মাস অতিক্রান্ত হলেও আজ অবধি উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা হয়নি। পক্ষান্তরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখলেসুর রহমানসহ ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তা উক্ত সভাগুলোতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা, সভার কোরাম ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যপদ্ধতি বিষয়ে বিরোধিতা করে ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনে বাধা প্রদান করে আসছে। অধিকন্তু সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকেও এ ধরনের আপত্তি জানিয়ে আইন সংশোধনে বাধা প্রদান করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এমনি এক অবস্থায় গত ৯ এপ্রিল ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের সংশোধনী বিষয়ে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার ও সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও তাঁর একান্ত সচিব বাসুদেব আচার্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখলেসুর রহমানসহ ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোখলেসুর রহমান ইতিপূর্বে গৃহীত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা (শর্তাংশ) সংক্রান্ত ৬(১)(গ) ধারা, সভার কোরাম সংক্রান্ত ৭(৩) ধারা এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত ৭(৫) ধারাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধারা ও বিষয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে মতামত তুলে ধরেন এবং এক পর্যায়ে তাঁর মতামতের ভিত্তিতে উক্ত সভার কার্যবিবরণীও গ্রহণ করা হয় বলে জানা গেছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী মোতাবেক বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অতি দ্রুততার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর সংশোধনী বিল প্রণয়ন করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নয় মাস পরও উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত না হলেও সচিবসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তার অতি উৎসাহে গত ৯ এপ্রিল ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অতি দ্রুততার সাথে লেখা হয়েছে বলে জানা গেছে। দ্বিতীয়তঃ গত ২২ জানুয়ারি ২০১২ অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভা থেকে শুরু করে সর্বশেষ ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভাগুলোতে পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে আইনটি সংশোধনের জন্য সংসদে উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও খসড়া সংশোধনী বিল প্রণয়ন বা সংসদে উত্থাপনের কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি; অথচ গত ৯ এপ্রিল ২০১৩ আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার পর উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে দ্রুত সংশোধনী বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে একতরফা ও বির্তকিতভাবে যদি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করা হয় তাহলে প্রথমতঃ আপনার মনোনীত প্রতিনিধিকে আহ্বায়ক করে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটিকে অবজ্ঞা করা হবে এবং এই কমিটির ৪র্থ ও ৫ম সভার সিদ্ধান্তকে পদদলিত করা হবে। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিসহ আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org

স্মারক :

তারিখ:

আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তও লঙ্ঘিত হবে। দ্বিতীয়ত: ইতিপূর্বে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে কমিশনের কার্যাবলী ও ক্ষমতা (শর্তাংশ), সভার কোরাম ও কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে সংশোধন করা হলে আইনটি ত্রুটিপূর্ণভাবে সংশোধিত হবে এবং তাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি হবে।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা যথাযথভাবে সমাধানের লক্ষ্যে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা যথাযথ ও ত্রুটিমুক্তভাবে সংশোধনের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নোক্ত দাবী জানাচ্ছে-

(১) সচিবসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে একতরফা ও বিতর্কিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের উদ্যোগ অতিসত্বর বন্ধ করা;

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ৪র্থ ও ৫ম সভা এবং আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা অনতিবিলম্বে সংশোধন করা।

বিনীত নিবেদক

তারিখ: ২৯ এপ্রিল ২০১৩

(প্রণতি বিকাশ চাকমা)
সাধারণ সম্পাদক
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া গেল (জ্যেষ্ঠতা অনুসারে নয়)-

১। মাননীয় আহ্বায়ক, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা।

২। মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। জনাব গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭। মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, প্রধান কার্যালয়, রাঙ্গামাটি।

৮। মাননীয় চেয়ারম্যান, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স, খাগড়াছড়ি।

৯। মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org

স্মারক :

তারিখ:

১০। মাননীয় চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

১১। মাননীয় চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

১২। মাননীয় সার্কেল চীফ, চাকমা সার্কেল, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি।

১৩। মাননীয় সার্কেল চীফ, বোমাং সার্কেল, বান্দরবান।

১৪। মাননীয় সার্কেল চীফ, মং সার্কেল, খাগড়াছড়ি।

১৫। মাননীয় সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।